বর্তমান দুর্যোগময় যুগে

মানবের কর্তব্য

মৌলবী মোহাম্মাদ,
প্রাদেশিক আমীর, পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ঢাকা।

প্রকাশক—
ওয়াকফে জদীদ,
সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে
মুহাম্মদ শামসুর রহমান,
এল. এল-বি. (লণ্ডন), বার-এট-ল,
জেনারেল সেক্রেটারী,
পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া,
৪নং বকসী বাজার রোড, ঢাকা—১

প্রথম সংস্করণ, ১০,০০০
১৯৬৩ ইং
দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৫,০০০
১৯৬৫ ইং
তৃতীয় সংস্করণ, ১৫,০০০
১৯৬৬ ইং

মুদ্রাকর ঃ
এস. ইউ. খান
শাহজাহান প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
৯৭/২, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা—২

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي على رسوله الكريم

বর্তমান দুর্যোগময় যুগে মানবের কর্তব্য

দুনিয়া আজ দুর্যোগে ভরা। মানব আজ দুর্যোগে ঘেরা। দুর্যোগ প্রকৃতির মাঝে, দুর্যোগ মানবের মাঝে।

অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বর্ষা ও বিনা বর্ষায় বন্যা, ফসল ভরা ক্ষেত অতর্কিতে নষ্ট, ঝড়, ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, মহামারী, প্লেগ, বসন্ত, অতিরিক্ত গরম, অতিরিক্ত শীত, অসময়ে ব্যাধি ইত্যাদি হাজার রকমের দুর্যোগ প্রকৃতির মাঝে তাণ্ডবলীলায় নৃত্য পরায়ণ।

মানুষে ও মানুষে, দেশ ও বিদেশে, জাতি ও জাতিতে, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রে, ধর্ম ও ধর্মে, মত ও মতে, সমাজ ও সমাজে, দল ও দলে, ঘর ও বাহিরে, আপন ও পরে চরাচর দ্বন্দ্ব, কলহ, অবিশ্বাস, শত্রুতা, অসাম্য ও অশান্তিতে উদ্বেল।

আসমান ও জমিন, জল ও স্থল, অন্যায় অবিচারে ছেয়ে গেছে। মানুষের অন্তর ও বাহিরকে সর্বত্র অশান্তির বিষ জর্জরিত করে ফেলেছে। আকাশে, বাতাসে ও পাতালে ক্ষণে ক্ষণে আজ দশদিক হতে মরণের নিমন্ত্রণ তাকে লক্ষ লক্ষ হস্ত বিস্তার করে ডাক দিয়েছে। আশু ধ্বংসের দামামা আজ উচ্চ থেকে উচ্চতর রোল তুলে সমগ্র দুনিয়াকে গ্রাস করার জন্য পাগল পারা হয়ে ছুটে আসছে। জাহান্নামের আগুন আজ মানুষের মনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। যন্ত্রের মধ্যে সেই আগুন রূপ পেয়ে সমস্ত জগতকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করার জন্য লাল হয়ে উঠেছে। শত শত অভাবের হাহাকারে,

দুঃখে, দৈন্যে, নৈরাশ্যে, মানুষের মন আজ ভারাক্রান্ত ; মানুষ আজ ভীত, সন্ত্রস্ত ও মুমূর্ষ।

মানুষ এক দিকে প্রকৃতির পীড়নে, অপর দিকে স্বজাতির দলনে দিশাহারা। ছোট বড়র পীড়নে অস্থির। বড় আবার তার বড়র ভয়ে ভীত। জগতে শান্তির চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যায় না। রাজনীতিতে, সমাজে, পারিবারিক জীবনে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা। প্রতি মুহূর্তে সুন্দর অলঙ্ঘণীয় আইন-কানুনে চালু বিশ্বের মাঝে মানবের ভাগ্যে একি অচল অবস্থা দেখা দিল ?

এমন কেন হল ? মানুষের কি বিদ্যা-বুদ্ধির কোন অভাব ঘটেছে ? না, একথা বলার তো কোন উপায় নাই। জ্ঞানে বিজ্ঞানে মানুষ আজ এত উন্নত হয়েছে যে, আজ পর্যন্ত সে এত উচ্চ জ্ঞানের অধিকারী কখনও হয় নাই। পুস্তক, পত্রিকা, রেডিও, বেতার ইত্যাদির দ্বারা দ্রুত জ্ঞানের প্রসার ও বৃদ্ধি হচ্ছে। কিন্তু জ্ঞানই তার কাল হয়েছে। অতিরিক্ত জ্ঞান তাকে অজ্ঞান করেছে। তার বিদ্যা অবিদ্যায় পরিণত হয়েছে। বিদ্যার অহমিকায় আজ প্রত্যেকে নিজেকে বড় মনে করছে এবং প্রত্যেকেই আজ নেতা হতে চায়। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুখ সম্ভোগের উপায় বেড়েছে। তাই সুখ সম্ভোগের জন্য মানুষ আজ উন্মাদ। যে যত বড় নেতা হতে পারবে, তার তত সুখ সম্ভোগের সুবিধা হবে। তাই দুনিয়াতে আজ বড় হবার, নেতা হবার প্রতিযোগিতা চলেছে। গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, দেশে দেশে স্বার্থ ও সম্মান লাভের দক্ষযজ্ঞ লেগে গেছে। মানুষ মানবতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে মনুষত্বের অধিকার নিয়ে আজ ছিনিমিনি খেলছে। সকলকে নত করে, ছোট করে প্রত্যেকে আজ বড় হবে, সকলকে নিঃস্ব

করে নিজে ধনী হবে, সকলকে সম্পত্তিহীন করে নিজে সমস্ত সম্পত্তি ও দুনিয়ার মালিক হবে ; এই স্বপ্নে আজ সকলেই বিভোর। এই ব্যাধি ব্যক্তি ও বড় বড় জাতিকে পেয়ে বসেছে। চন্দ্রে রকেট পাঠিয়েই, তার সত্বের দাবী এখন হতেই শুরু হয়ে গেছে। কে কোন্ গ্রহ নক্ষত্রের মালিক হবে, তার আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। জ্ঞান তাকে শান্তি ও সন্তোষ দিল না, তার পরিবর্তে এনে দিল অনন্ত হাহাকার ও অতৃপ্তি। বঞ্চিত ও বঞ্চনাকারী উভয়ে এক অনলের ইন্ধন। তবে কি জ্ঞান মানুষের দুঃখ, বিপদ ও ধ্বংসের কারণ হল? আল্লাহ্-তায়ালা তাঁর পবিত্র কালাম কোরআনে মানুষকে বারবার জ্ঞানের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। সে কি নিরর্থক? কখনও না। আকাশের আলো না হলে চোখের জ্যোতিঃ বেকার। আকাশের পানির অভাবে জমিনের পানি যেমন পচে যায়, তেমনি দুনিয়ার জ্ঞানের সঙ্গে আসমানের জ্ঞান মিলিত না হলে, উহা জীবনের পরিবর্তে মৃত্যুর কারণ হয়। চৈত্র বৈশাখ মাসে যখন নদী, নালা, খাল, বিল, পুকুর শুকিয়ে পানি অল্প অল্প জায়গায় আবদ্ধ হয়, তখন উহা পচে বিষিয়ে যায় এবং মহামারী ও মড়কের কারণ ঘটে। তখন ডাক্তার কবিরাজ হাকিমের সব চেষ্টা নিষ্ফল হয়ে যায়। মাত্র এক জায়গার পানিকেও সারা দুনিয়ার ডাক্তারখানার ঔষধ ঢেলে পরিষ্কার ও ব্যবহারোপযোগী করা সম্ভবপর হয় না। দুনিয়ার তিন ভাগের দুইভাগ পানি। কিন্তু তবু দুনিয়ার সব সমুদ্রের পানি, তখন কোন উপকারে আসে না। এমনি সময়ে আকাশ হতে বারি বর্ষণে বিষ নির্বিষ হয়ে, পচা পানি শুদ্ধ হয়ে

যায়। তেমনি মানবের জড় জ্ঞানের সমুদ্রে যখন উত্তাল ঢেউ খেলতে থাকে, অথচ মানবতার জমিনে আধ্যাত্মিকতার নদী, নালা, খাল, বিল, পুকুর শুকিয়ে যায়, তখন তার জীবন যাত্রার সকল দিকে লাগে অশান্তি, অতৃপ্তি ও ধ্বংসের মড়ক। এমন সময় তার উদ্ধারের একমাত্র চিরাচরিত শাশ্বত উপায় উর্ধলোকের জ্ঞান বারির বর্ষণ ও উর্ধলোকের জ্ঞানালোক। "জ্ঞানকে কখনও ধর্মের উপর বিচারক রূপে খাড়া করিও না। কারণ ইহা স্বয়ং অন্ধ, যদি না ইহার সহিত আল্লাহ্তায়ালার বাণী সংযুক্ত হয়।" [হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)।]

অন্ধকে শষ্যক্ষেতে পাহারা রাখা যেমন অর্থ শূন্য, তেমনি উর্ধ-লোকের জ্ঞান বিবর্জিত জ্ঞানী নেতা জগতের জন্য বিপজ্জনক। অনেক অন্ধকে ক্ষেত পাহারায় রাখলে তার উল্টা ফল হয়। শষ্য রক্ষা করার পরিবর্তে তারা পরস্পর পরস্পরকে চোর ঠাউরে ধাক্কা-ধাক্কি মারামারি করে সকল ফসল নিজেরাই নষ্ট করে। তেমনি আজ দুনিয়ার হাজার হাজার আধ্যাত্মিক অন্ধ, জাতি ও দেশকে উন্নত ও রক্ষা করার বড় আয়োজন ও দাবীতে সারা জগতকে ধ্বংসের দিকে দৌড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

তবে কি মানুষের উদ্ধারের কোন উপায় নাই? তার সৃষ্টি কি আজ বিফলে যাবে? পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা মানুষকে উৎকৃষ্ট ছাঁচে সৃষ্টি করা হয়েছে বলেছেন। "নিশ্চয়ই আমরা মানবকে উৎকৃষ্ট ছাঁচে সৃষ্টি করিয়াছি।"—(সুরা তীন)। কিন্তু মানব জাতির ছাঁচ এখন এমন বিগড়ে গেছে যে, নিরাশার গভীর অন্ধকার তাকে ছেয়ে ফেলেছে। এ আঁধার ছিন্ন করে কোন সে মহাভাগ অরুণ উষার আলোয় জগতকে আবার উদ্ভাসিত করবেন? সে মহান নেতার আজ কোথায় দেখা মিলবে, যিনি মানুষকে আবার তার স্বভাব

সিদ্ধ ছাঁচে ঢালবেন? কিভাবে তাঁকে পাওয়া যাবে? সেকি সাধারণ নির্বাচন দ্বারা? হায়! প্রত্যেকের মনের কল আজ বিগড়ে গেছে। নির্বাচনের পথ দিয়ে ধন ও দল ছাড়া কেউ পার হতে পারবে না। দুর্নীতির রাজপথ দিয়েই আজ নেতা হওয়া যায়। এ হেন নেতার হাতে শান্তির আশা মরুভূমিতে জলাশয়ের তালাস সম।

প্রকৃত সাধু ও সৎ মানুষের সমাজে আজ স্থান নাই। তারা ধনহীন, দলহীন। অবাঞ্ছিত তারা। সদাই তাদের কপালে কালো ছাপ দিয়ে পেছনে বসিয়ে রাখা হয়। সৎ ও সাধু ব্যক্তির কথা পীড়নকারী বা উৎপীড়িত কারও পছন্দ হয় না। মানুষ নষ্ট হবে, কিন্তু উদ্ধারের পথে পা দিবে না। এ অবস্থায় উপায় কি? মানুষ যখন অক্ষম ও অনিচ্ছুক হয়, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা তখন তাঁর সৃষ্টিকে বাঁচাবার জন্য, অচল অবস্থা সচল করতে মানুষের মধ্য হতেই একজনকে মনোনীত করেন। এই মানুষ পিছনে বসে থাকার দলের বলে, মানুষের পছন্দ হওয়ার কথা নয় এবং কখনও হয়ও নাই। আজও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু মঙ্গলময় সর্বশক্তিমান খোদা তার পরওয়া করেন না। অপছন্দের মানুষকেই তিনি পছন্দ করেন। আল্লাহ্‌তায়ালা এ যুগে হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-কে মনোনীত করেছেন। তাঁর মারফৎ যে ব্যবস্থাপত্র এসেছে তা দুনিয়া আজ চায়। যার জন্য হাহাকার করে মানব আজ আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলেছে, সেই "শান্তি' বা ইসলাম হল তাঁর আনা ব্যবস্থা-পত্র। আল্লাহ্‌তায়ালার নিয়ম, সন্তানের জন্মের পূর্বেই মাতৃস্তনে দুগ্ধ হয়। তেমনি আজি-কার যুগের অশান্তির প্রতিকারের ব্যবস্থাপত্র পূর্ব হতেই তিনি তাঁর মহামহিমাময় দূত হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে দিয়ে

পাঠিয়েছিলেন। তিনি এ যুগের বিপদ হতে উদ্ধারের ব্যবস্থাপত্র রেখে গেছেন আগে হতেই। মুসলমানদের ঘরে ঘরে শান্তির "পাঠ্য" (আল-কোরআন) বর্তমান। কিন্তু কেউ তার সবক নেয় না। তাই এই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে মহামহিমাময় নবী (সাঃ)-এর মহান দাস ইমাম মাহ্দী (আঃ) এসেছেন এ যুগে আমাদিগকে শান্তির সুশীতল ছায়াতলে আনতে। তিনি জগতবাসীকে ডাক দিয়েছেন। ধ্বংসের যে বেড়াজাল মানবকে ঘিরে আছে, তার পরিণাম সম্বন্ধে তিনি সাবধান করে গেছেন। "অনুতাপকারীগণ নিরাপদ থাকিবে এবং যাহারা বিপদ আসিবার পূর্বেই ভীত হয়, তাহাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে।" তিনি বলে গেছেন, "হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নহ! হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নহ। হে দ্বীপবাসিগণ! কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না। আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জনমানবশূন্য পাইতেছি। সেই একমেবাদ্বিতীয়ম খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সকল সহ্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এবার তিনি রুদ্র মূর্তিতে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিবেন। যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক, ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি এদেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসিবে, লূতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে। কিন্তু খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর। অনুতাপ কর, তোমাদের

প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নহে, কীট এবং যে তাঁহাকে ভয় করে না, সে জীবিত নহে, মৃত।" (হকীকাতুল ওহী পৃঃ ২৫৬—২৫৮, ১৯০৬ ইসাব্দ)

দুনিয়া যখন ভোগের নেশায় পাগল হয়ে নিজের মরণকে ডাকে এবং প্রবাদ বাক্যের চিতা বাঘের ন্যায় নিজের ঘা চাটতে চাটতে যেমন নিজেকে শেষ করার আয়োজন করে, তখন আল্লাহ্তায়ালার সংস্কারক আসেন মানুষকে ত্যাগের শিক্ষা দিতে। মানুষ যখন সম্মান ও পদবীর নেশায় মাতাল হয়ে উঠে, তখন আল্লাহ্তায়ালার প্রেরিত পুরুষ আসেন জন ও জাতির জন্য সম্মান ও পদবীকে কুরবানী করাতে। এতিম ও মিসকিনদের খবরগিরী করাতে। অকর্মন্য ভোগী ও অর্থ লোভীকে অর্থ লিপ্সা ত্যাগ করাতে। যারা ভোগ ও পদ লালসায় ব্যস্ত হয়, তারা জাতিকেও নষ্ট করে এবং নিজেরাও নষ্ট হয়। সংস্কারকের শিক্ষায় যখন মানুষ ভোগ ও লিপ্সাকে ত্যাগ করে, সকলের সুখ বিধানের জন্য নিজ সুখকে বিসর্জন দিতে দিতে চলে যায়, তখন বিশ্বের সকল সম্পদ ও সুখের আয়োজন তার পায়ে আপনি এসে লুটিয়ে পড়ে। যারা এই শিক্ষার ছায়াতলে না আসে, তারা আপন কর্মফলে আপনি বিনষ্ট হয়ে যায়। এই সত্যের অভিনয় ধরা-পৃষ্ঠে লক্ষাধিক বার হয়ে গেছে। জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত মানবের আজ উন্নত আদর্শ দেখান উচিৎ।

দূর তারকার কথা আজ মানুষ জেনেছে, সুদূর পাতালের খোঁজ আজ মানুষ নিয়েছে, অতীতে সৃষ্টির আদিকালের দিকে মানুষের নজর ছুটেছে, অথচ প্রত্যেক মৃত্যুস্তুপের উপর যে সত্য ও কঠোর সবক লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, তা আজ অন্ধ মানুষ পাঠ করে না। নূহের কিস্তি মানুষ খুঁজে বের করেছে, কিন্তু কিস্তির ভিতরের শিক্ষাকে

কেউ আজ চায় না। ফেরাউনের লাশ আজ আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু লস্করসহ তার মরণের কারণ সম্বন্ধে আজ কেহ চিন্তা করে না। বালুকা-বন্যায় সমাধিস্থ আদ কউমের শহর আজ আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু শহরসহ এক মহাপরাক্রান্ত জাতিকে কেন জীবিত গোর দেওয়া হল, তার কারণ কেউ বুঝতে চেষ্টা করে না। লুত (আঃ)-এর কওমের ধ্বংসের স্থান আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু এ ধ্বংসের মধ্যে মানুষের জন্য যে শিক্ষা দেদীপ্যমান হয়ে রয়েছে, তার কোন আলাপ নাই। যুগ ইমামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অতীত যুগের এই সকল ধ্বংসের নিদর্শনের পুনরাবৃত্তি আজ সর্বত্র দ্রুত ও বর্দ্ধিত হারে ঘটে চলেছে। অতীতের শিক্ষাকে মানব-চক্ষে নজীর করা হচ্ছে। কিন্তু জ্ঞানান্ধের চক্ষুতে জ্যোতি খেলে না। আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন, "রসুল প্রেরণ না করিয়া, আমরা শাস্তি অবতীর্ণ করি না।" (সুরা বনি ইসরাইল, ২য় রুকু)। "বল, পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং দেখ (নবীগণকে) অস্বীকারকারীগণের পরিণাম কি হইয়াছিল।" (সুরা আন্‌আম, ২য় রুকু)।

মানুষ আজ ভ্রমণের জন্য দ্রুত থেকে দ্রুততর যানবাহন আবিষ্কারের জন্য দিবারাত্রি কর্মরত। দেশ ভ্রমণের জন্য সে পাগল। মানুষ আজ পাহাড়, জঙ্গল, মরু, প্রান্তর, নদীনালা সুমেরু কুমেরু ছেনে ফিরছে অতীতের সন্ধানে। প্রস্তর ফলকের গায়ে প্রকৃতি ও মানুষের লেখা পড়া ও বুঝার জন্য মানব একান্ত আগ্রহশীল, কিন্তু প্রত্যেক দেশের অতীতের গায়ে মহা নৈসর্গিক দুর্যোগের অগ্নি লেখায় যে ভীতিপ্রদ শাশ্বত সত্য,

"এবং দেখ (নবীগণকে) অস্বীকারকারীগণের পরিণাম কি হইয়াছিল" খোদিত আছে, সে লেখার তাৎপর্য কেউ অনুধাবন করতে প্রস্তুত নয়। অতীতের প্রলয়কারী বিপদ স্মৃতিগুলির আলোতে বর্তমানে খণ্ড খণ্ড তাজা নিদর্শনগুলি মানবের মনে পুরাতনের পুনরাভিনয়ের আশঙ্কা জাগায় না। মহাভয়ের মহফিলে মানুষ আজ নির্ভয় হয়ে গেছে। চোখের সামনে শত শত লোককে সাপের কামড়ে মরতে দেখেও যে ভয় না করে, সে হয় মরা অথবা পাগল। এত লাশের স্তূপ দেখেও মানুষ হুশিয়ার হয় না, এ বড় আশ্চর্যের কথা। সাবধান বাণীর ফলনে নিমিষে বিনষ্ট বহু জাতি ও সহরের কবর দেখেও মানব মৃত্যুর হাত হতে বাঁচবার উপায় করতে রাজী নয়, আল্লাহ্ তায়ালার নবীকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) আজ হতে প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে বর্তমান দুর্যোগ সম্বন্ধে সাবধান-বাণী জানিয়ে গেছেন। তাঁহাকে গ্রহণ না করলে সম্মুখে কল্পনাতীত বিপদ। অতীতের দুর্ভাগ্যের সবক থেকে বর্তমান দুর্যোগকে চেনা উচিত। প্রবাদ আছে ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়; মানুষ কি আজ গরুর চেয়েও অধম হবে? সে ভাষা কোথায় যা দিয়ে আজ জগতের মানবকুলের দিব্যজ্ঞান ফুটান যাবে। সে ঢোল কোথায় যা দিয়ে দুনিয়াকে আজ তার বিপদ সম্বন্ধে সচেতন করা যাবে। আল্লাহ্ তায়ালার মাহ্দী এসেছেন, মসিহ্ এসেছেন, মানুষের ভুলে যাওয়া ফেলে দেওয়া অথচ অতি প্রয়োজনীয় চাওয়া 'শান্তি' ইসলামকে—আমাদের চোখের মণিকে—আমাদের আত্মার স্নিগ্ধ শান্তিকে বিনা কড়িতে বিলিয়ে

দিতে। কে আছ হে ভাগ্যবান! এ অমূল্য রত্নকে সাদরে গ্রহণ করে নিজে ধন্য হবে, জাতি ও জগতকে ধন্য করবে? আকাশের নীচে আজ আর কোন পথ নাই শুধু ইসলাম ছাড়া, যা জগতকে বর্তমান দুর্যোগময় অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারে। ধরাপৃষ্ঠে আজ কোন আদর্শবান নাই, পরন্তু মহামহিমাময় হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)। তিনিই একমাত্র আদর্শ ও একমাত্র উদ্ধারকর্তা। আজ এ দুর্যোগ থেকে উদ্ধারের জন্য আর কোন পথপ্রদর্শক নাই, পরন্তু হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)। তিনিই আজ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। পৃথিবীতে আজ আর কোন নিঃস্বার্থ ধর্মীয় নেতা নাই, পরন্তু আল্লাহ্তায়ালার খলিফা হযরত মীর্যা নাসের আহ্মদ, খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)। একমাত্র তিনিই আজ জগতকে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর স্বর্গীয় বিধানের সুশীতল শান্তিময় ক্রোড়ে বসাইতে সক্ষম। তাঁহার সহিত আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্থাপন করা দুর্যোগের নাগপাশ এড়াবার একমাত্র উপায়।

হে ভাইগণ! হে জগতবাসী! আপনারা আজ দুর্যোগের ঘন-ঘটা থেকে শান্তির নির্মল আলো ও স্নিগ্ধতার আশ্রয় গ্রহণে তৎপর হউন? নচেৎ আল্লাহ্তায়ালার শাস্তি-দণ্ড প্রবল ও প্রচণ্ড আক্রমণে উদ্যত। যে শান্তির শামীয়ানায় আশ্রয় গ্রহণ না করবে, শাস্তির বজ্র থেকে তার উদ্ধারের উপায় নাই। হে করুণাময় আল্লাহ্! তোমার বান্দাগণকে তুমি হেদায়েত কর এবং তাদেরকে সত্য গ্রহণের তৌফিক দিয়ে, তোমার নিরাপত্তার ছায়াতলে তাদের সকলকে আশ্রয় দাও। আমীন।

॥ সমাপ্ত ॥